মহিলাদের স্রাব ও প্রসূতি অবস্থার বিধিবিধান সংক্রান্ত ৬০টি প্রশ্ন

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নামায ও রোযার ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের বিধিবিধান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ.

প্রশ্ন ৭: ঋতুবর্তী অথবা প্রসূতি নারী যদি ফজরের পূর্বে রক্তমুক্ত হয় এবং ফজরের পরে গোসল করে, তাহলে কি তার রোযা শুদ্ধ হবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, ঋতুবর্তী যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয় এবং ফজরের পরে গোসল করে, তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে। অনুরূপ বিধান প্রসূতি নারীর ক্ষেত্রেও। কেননা তারা তখন রোযা রাখার উপযুক্ত প্রমাণিত হবে। তাদের বিধান ঐ ব্যক্তির বিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যে ফজরের সময় সহবাস জনিত কারণে অপবিত্র রয়েছে। কেননা তার রোযাও শুদ্ধ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, “অতএব এক্ষণে তোমরা (রোযার রাতেও) নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু দান করেছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়”[1]। এখানে আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত সহবাস করার অনুমতি দিয়েছেন, সেহেতু ফজরের পরে গোসল করাই স্বাভাবিক হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, “রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহবাসজনিত কারণে অপবিত্র অবস্থায় সকাল করতেন অথচ তিনি রোযা থাকতেন”[2]। অর্থাৎ তিনি ফজর উদিত হওয়ার পর গোসল করতেন।

ফুটনোট

[1] সূরা আল-বাকারাহ:১৮৭।

1. বুখারী, ‘রোযা’ অধ্যায়, ‘রোযাদারের গোসল’ অনুচ্ছেদ হা/১৯৩১; মুসলিম, ‘রোযা’ অধ্যায়, ‘অপবিত্র অবস্থায় যার ফজর হয়েছে, তার রোযা শুদ্ধ’ অনুচ্ছেদ, হা/৭৫,১১০৯।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5995

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন